যুগান্তর

তারিখ ... 15 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

সেশনজটে নাকাল শিক্ষার্থীরা

আবু বকর রাহাত, *চবি থেকে*

সেশনজটে নাকাল হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক সংকট, শিক্ষকদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা না নেয়া এবং পরীক্ষার খাতা নির্ধারিত সময়ে মূল্যায়ন না করার পাশাপাশি যোগ হয়েছে অনির্ধারিত ছুটি। ফলে চার বছরের সম্মান কোর্স শেষ করতে লাগছে ৫ বছরের বেশি। এক বছরের মাস্টার্স শেষ করতে লাগছে দেড় বছর।

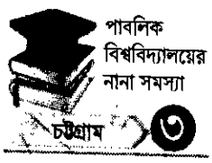

ভিসি প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ২০১৫ সালের ১৪ জুন দায়িত্ব নেয়ার পর তার মিশন হিসেবে সেশনজট দূরীকরণের কথা বললেও গত এক বছরে কার্যত তা কমানো যায়নি। ফলে সেশনজট দূর করা পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধতার অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। তবে তা অস্বীকার করে ভিসি বলেন, দায়িত্ব নেয়ার পর ভিন ও বিভাগগুলোর সভাপতিদের সঙ্গে প্রতি তিন মাস পর পর যোগাযোগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে বাণিজ্য ও কলা অনুষদের ভিন থেকে সেশনজট নেই বলে জানানো হয়েছে। তারপরেও খোঁজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এ বছরের মধ্যে সেশনজট শতভাগ দূর করা সম্ভব হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের অধিকাংশেই রয়েছে কম-বেশি সেশনজট। জীববিজ্ঞান অনুষদের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রো-বায়োলোজি, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ, কলা অনুষদের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগ ছাড়া সব ক'টি বিভাগেই রয়েছে সেশনজট। এরমধ্যে বাণিজ্য অনুষদের একাউন্টিং ও মার্কেটিং এবং কলা অনুষদের ইংরেজি বিভাগ রয়েছে সবার শীর্ষে। এদিকে সেশনজটের কারণে হতাশায় ভুগছে শিক্ষার্থীরা। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী জেসমিন আক্তার চৌধুরী বলেন, 'যদি অনার্স শেষ করতেই সাড়ে ৫ বছর লাগে তাহলে কিভাবে কি করব আমরা?

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

সেশনজটে নাকাল শিক্ষার্থীরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যাদের সঙ্গে এইচএসসি পাস করলাম তারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এখন চাকুরি করে। আর আমরা মাত্র পরীক্ষা শেষ করলাম।'

কলা অনুষদ : কলা অনুষদের বাংলা, ইংরেজি, নাট্যকলা, ইসলামিক স্টাডিজ ও চারুকলা বিভাগ রয়েছে চরম সেশনজটে। এর কোনটিতেই অনার্স কোর্স শেষ হচ্ছে না সাড়ে ৫ বছরের কম সময়ে। বাংলা বিভাগে একটি শিক্ষা বর্ষ শেষ করতে লাগছে ১৫ থেকে ১৮ মাস। বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষা বর্ষের শিক্ষার্থীরা মাত্র শেষ করেছে মাস্টার্স পরীক্ষা। ইংরেজি বিভাগের অবস্থা আরও করুণ— একটি শিক্ষা বর্ষ শেষ করতে লাগছে ২০ থেকে ২২ মাস। ফলে চার বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে সময় লাগছে ৬ বছরেরও বেশি সময়।

সমাজবিজ্ঞান অনুষদ : সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান বিভাগে সেশনজট যেন কাটছেই না। এ দুটি বিভাগের কোনটিতেই অনার্স সাড়ে ৫ বছরের কমে শেষ হচ্ছে না। এ ছাড়া রাজনীতি বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, লোক প্রশাসন, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে রয়েছে ৬ থেকে ৮ মাসের সেশনজট। এ অনুষদে সবচেয়ে বেশি সেশনজট অর্থনীতি বিভাগে। বিভাগটিতে প্রতিটি শিক্ষা বর্ষেই ব্যাপক হারে অকৃতকার্য হওয়ায় সেশনজট কাটছে না বলে মনে করেন বিভাগের শিক্ষকরা। তবে বিষয়টি অস্বীকার করে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিভাগের শিক্ষকদের উদাসীনতার কারণেই মূলত এ সেশনজট।

আইন অনুষদ : ১৯৯৩ সালে শুরু হওয়া এ বিভাগটি সেশনজটমুক্ত হিসেবে পরিচিতি পেলেও এখন সেটিও সেশনজটের পড়েছে। শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, অধিকাংশ শিক্ষকের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং নির্ধারিত সময়ে ফল প্রকাশিত না হওয়ায় বিভাগটিতে সেশনজট এখন ৮ মাসেরও বেশি।

বাণিজ্য অনুষদ : অনুষদের ছয়টি বিভাগের সব কটিতেই রয়েছে দু'বছরের বেশি সেশনজট। ফিন্যান্স বিভাগে সেশনজট তুলনামূলক কম থাকলেও মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সেশনজটের লাগাম থামছেই না। এ তিনটি বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স শেষ করতে সময় লাগছে মোট ৭ বছরেরও বেশি। এরমধ্যে অ্যাকাউন্টিং বিভাগ সেশনজটের শীর্ষে— ২০১০-১১ সেশনের শিক্ষার্থীরা এখনও শেষ করতে পারেনি ৪র্থ বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা।

বিজ্ঞান অনুষদ : প্রায় সব কটি বিভাগেই রয়েছে দেড় বছরের বেশি সেশনজট। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগে সেশনজট এক বছর। শিক্ষকদের কারণেই এসব সেশনজট তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ থাকলেও শিক্ষকরা তা অস্বীকার করেন। তাদের দাবি, মূলত বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে ল্যাবের চাপ রয়েছে। ফলে আমরা চাইলেও অনেক সময় পরীক্ষা আগে নিতে পারি না। শিক্ষার্থীদের কোনো কিছু না শিখিয়ে পরীক্ষা নিলে তো না শিখেই সার্টিফিকেট নেবে।

জীববিজ্ঞান অনুষদ : বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি বিভাগ সেশনজটের কবলে থাকলেও ব্যতিক্রম রয়েছে জীববিজ্ঞান অনুষদ। এ অনুষদে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োকেমিস্ট্রি ও মাইক্রোবায়োলজি সেশনজটমুক্ত বলে দাবি করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তবে চরম সেশনজটে রয়েছে মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ। চার বছরের অনার্স শেষ করতে লাগছে সাড়ে ৬ বছরেরও বেশি। মনোবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক সংকটকে এ জন্য দায়ী করছেন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ এবং ইন্সটিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস ইন্সটিটিউটে চার বছরের অনার্স শেষ করতে লাগছে ৫ বছরেরও বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক ও ব্যাংকিং বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. সুলতান আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, বাণিজ্য অনুষদের যে দুটি বিভাগে সেশনজট রয়েছে তা দূর করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। শিক্ষকদের অবহেলা আছে কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা কেউ ব্যক্তিগত সমস্যার উর্ধ্বে না, তবে শিক্ষকদের আরও সক্রিয় হওয়া দরকার। তবে সম্প্রতি ইউজিসি থেকে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা চাইলে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব বলে তিনি জানান।